মানসিক রোগ

প্রথম খণ্ড

ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম

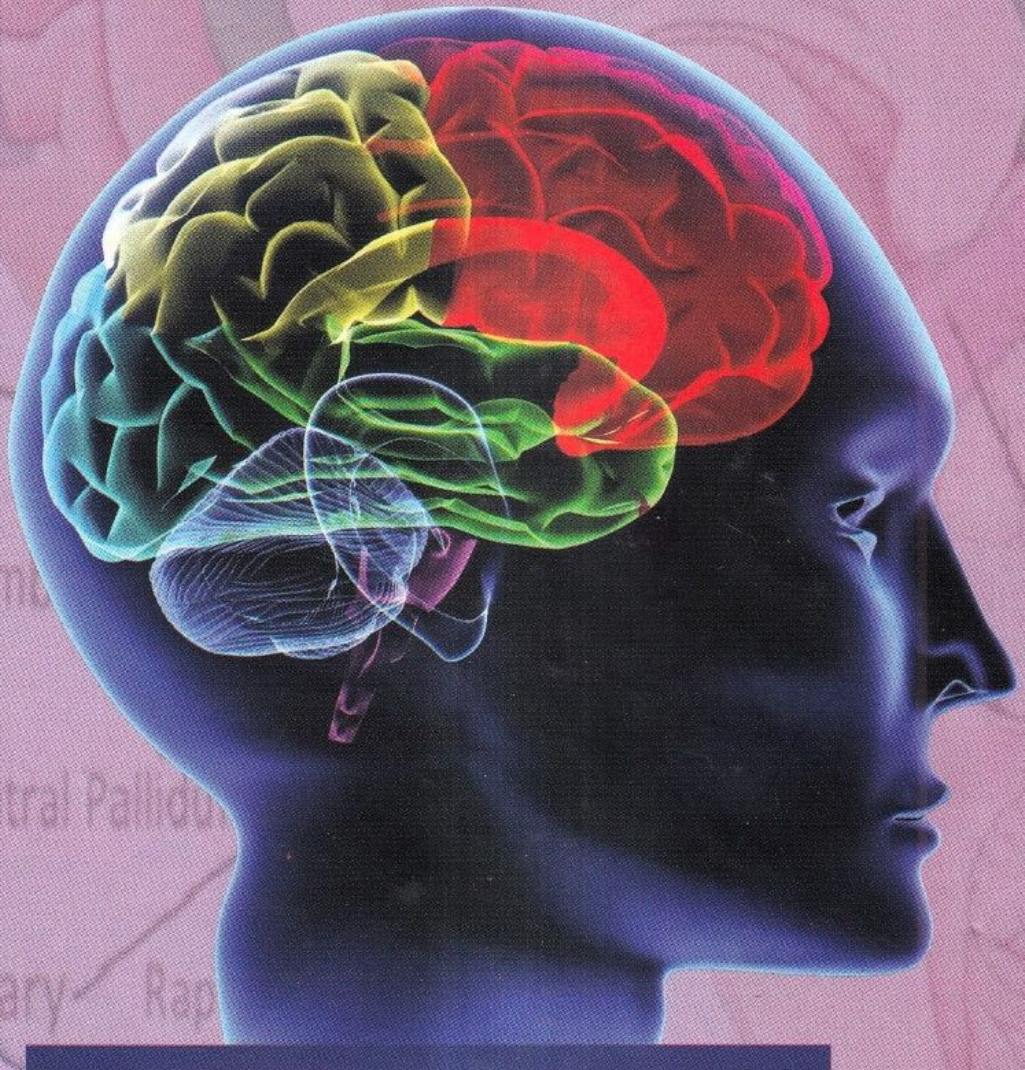

বর্ণ ক্রমিক সূচি

ক্রমিক	মানসিক রোগের নাম	পৃষ্ঠা
১.	২৪-ঘন্টার চক্রাকারের নিত্য ঘুমের ব্যঘাত	৪৮
২.	অকল্পনীয় মিথ্যা বলার অভ্যাস	১৫৬
৩.	অকাল বীর্যপাত	১৪৯
৪.	অখাদ্য গ্রহন করার প্রবণতা / পিকা ব্যাধি	১৪৫
৫.	অত্যাধিক প্রলাপ	৫৩
৬.	অতিরিক্ত খাওয়ার ব্যাধি	৩৯
৭.	অতিরিক্ত খাবার খেয়ে (বুলিমিয়া)	৪২
৮.	অন্তর্দৃষ্টির অভাব (অ্যানোসোগ্নোসিয়া)	৩৩
৯.	অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একই চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকা	১২৪
১০.	অনিচ্ছাকৃত কারো নড়াচড়া অনুকরণ করা (ইকোপ্রাক্সিয়া)	৭৯
১১.	অনিদ্রা (ইনসোম্নিয়া)	১০৪
১২.	অনিয়ন্ত্রিত আবেগের আধিক্য (হিস্টিরিয়া)	১০০
১৩.	অপহরণকারীদের প্রতি আনুগত্য ও আবেগপ্রবণ অনুভূতি	১৯৫
১৪.	অভ্যন্তরীণ জৈবিক ঘড়িতে ব্যাঘাত	৬০
১৫.	অ্যান্টিসাইকোটিকসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (আকাথিসিয়া)	২৪
১৬.	অ্যামফিটামিন নির্ভরতা	৩১
১৭.	অসংযম মল	৮০
১৮.	অসুস্থ হওয়ার ভান করে, বিশেষ করে দায়িত্ব এড়াতে	১১৩
১৯.	অসুস্থতার ভান করা	৯২
২০.	অসুস্থতার ভান করে, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য	১১৮
২১.	অসামাজিক আচরণ	৫১
২২.	অসামাজিক আচরন (কিশোরদের)	২০
২৩.	অসামাজিক আচরন (প্রাপ্ত বয়স্কদের)	২১
২৪.	অসামাজিক ব্যাক্তিগত ব্যাধি	৩৩
২৫.	অহেতুক ভীতি	১৪৩
২৬.	আকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা	২৯
২৭.	আগুনের প্রতি আকর্ষণ	১৬১
২৮.	আঘাত-পরবর্তী চাপজনিত ব্যাধি	১৪৮
২৯.	আত্মমুগ্ধতাসূচক ব্যক্তিত্ব ব্যাধির	১১৮
৩০.	আত্মহত্যা	১৯৯
৩১.	আত্মহ্যার চিন্তা (আত্মঘাতী চিন্তা)	১৯৬
৩২.	আবদ্ধ স্থানের ভয় (ক্লাস্ট্রোফোবিয়া)	৪৯
৩৩.	আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ব্যাধি	১৭০
৩৪.	আশেপাশের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি	৫৮
৩৫.	উন্নয়নমূলক সমন্বয় ব্যাধি	৬১
৩৬.	এড়িয়ে চলা	৩৭
৩৭.	ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ব্যাধি	৯৬
৩৮.	ওপিওড নির্ভরতা	১২৮
৩৯.	ওপিওড ব্যবহারে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব	১২৮
৪০.	ক্যাফিন আসক্ত উদ্বেগজনিত ব্যাধি	৪৩
৪১.	ক্যাফিন আসক্ত ঘুমের ব্যাধি	৪৩
৪২.	ক্রমাগত বিষণ্নতাজনিত ব্যাধি	৭৩
৪৩.	ক্ষণস্থায়ী গ্লোবাল অ্যামনেসিয়া	২০৪
৪৪.	কাজ কর্মে আগ্রহ না থাকা	৩৯
৪৫.	কাজ কর্মে আগ্রহ না থাকা-১ পর্ব	৪০
৪৬.	কাজ কর্মে আগ্রহ না থাকা-পর্ব-২	৪০
৪৭.	কারো শরীরে অন্য কেউ প্রবেশ করার ধারণা	৪৪
৪৮.	কাল্পনিক ব্যাধি	৮৯
৪৯.	কোকেন নির্ভরতা	৫০

৫০. কোকেনের নেশা ৫১
৫১. খাবারটি স্বাস্থ্যকর/অস্বাস্থ্যকর এটি নিয়ে দুশ্চিন্তা ১৩১
৫২. গণিতের ব্যাধি (মেথমেটিক্স ডিসঅর্ডার) ১১৪
৫৩. গুরুতর অসুস্থতার একটি গ্রুপ যা মনকে প্রভাবিত করে ১৫৯
৫৪. গুরুতর দৃষ্টিভ্রম বা বিভ্রম মানসিক রোগ ১৫৭
৫৫. গাঁজা নির্ভরতা ৪৩
৫৬. গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে সমস্যা ৭০
৫৭. ঘুম থেকে উঠার নিয়ন্ত্রণে বাধা (নার্কোলেপ্সি) ১১৮
৫৮. ঘুমের অস্বাভাবিক ব্যাঘাত ১৩৬
৫৯. ঘুমের পক্ষাঘাত ১৮০
৬০. ঘুমের ব্যাধি ১৭৮
৬১. ঘুমের সন্ত্রাসের ব্যাধি ১৮২
৬২. চুরির তাড়না বোধ (ক্লেপটোম্যানিয়া) ১০৮
৬৩. চুল তোলা রোগ ২০৬
৬৪. চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতনত হতে পারে না ৪৭
৬৫. চিন্তা বা কথা বলার অক্ষমতা ২৯
৬৬. চেহারার ছোটখাট সমস্যায় অতিরিক্ত চিন্তা ৭১
৬৭. চেহারার ত্রুটির উদ্বিগ্নতা ৪০
৬৮. ছোট কোনো সমস্যাকে বড় করে দেখা ৯৯
৬৯. ছোটখাটো বিষণ্নতাজনিত ব্যাধি ১১৫
৭০. জ্ঞান সম্বন্ধীয় ব্যাধি ৫১
৭১. জটিল মানসিক রোগ (সিজোফ্রেনিয়া) ১৬৬
৭২. ড্রাগ-প্ররোচিত নড়াচড়ার ব্যাধি ২০০
৭৩. ত্বকের বাছাই ব্যাধি ৫৮
৭৪. তাড়নামূলক বিভ্রম ১৪২
৭৫. তীব্র মানসিক দুঃখ (মেলাঙ্কোলিয়া) ১১৪
৭৬. তোতলানো ১৯৬
৭৭. দুঃস্বপ্নের ব্যাধি ১২২
৭৮. দ্বৈতসত্তাজনিত সমস্যা ৬৬
৭৯. দুশ্চিন্তা/উদ্বেগ ৩৪
৮০. দেহের নড়াচড়ার সমন্বয়ের অভাব (ডিসপ্র্যাক্সিয়া) ৭৩
৮১. দৈনিক পরিবর্তন/ছন্দ ৬৬
৮২. ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাধি ১৪৪
৮৩. নর্তন রোগ (কোরিয়া) ৪৮
৮৪. নারকোলেপসি ৮০
৮৫. নার্ভাস ক্ষুধাহীনতা (এ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা) ৩২
৮৬. নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাওয়া (ঘুমন্ত মানুষ) ১২৭
৮৭. নিকোটিন প্রত্যাহার ১২০
৮৮. নিজ বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার পর স্মৃতিশক্তি হঠাৎ করে হারিয়ে যায় ৯২
৮৯. নিজের আচরণে অসুবিধা অনুভব করায় ৪১
৯০. নিজের ব্যক্তিত্ব/অবস্থা বাইরের লোকদের বুঝানোর আপ্রান চেষ্টা ১২৫
৯১. নিজের যোগ্যতাকেই নিজে অযোগ্য মনে করে ১০৩
৯২. নিজের শরীরের অংশগুলি সনাক্ত করতে অক্ষম ৩৬
৯৩. নিদ্রাভ্রমণ (স্লিপওয়াকিং) ১৮৩
৯৪. নির্দিষ্ট ফোবিয়া ১৯৫
৯৫. নির্বাচনী মিউটিজম (সিলেক্টিভ মিউটিজম) ১৭৫
৯৬. নিরাময়কারী, সম্মোহনী, বা উদ্বেগজনক সম্পর্কিত ব্যাধি ১৭২
৯৭. পক্ষপাতিত্ব ১৪১
৯৮. পদার্থ-সম্পর্কিত ব্যাধি ১৯৬
৯৯. পুনরাবৃত্তিমূলক নড়াচড়া ২০৩
১০০. প্যাথলজিকাল জুয়া ১৪২

১০১. প্যারানয়েড ব্যক্তিত্বের ব্যাধি ১৩৪
১০২. পরজীবী সংক্রমণ (নিউরোসিস্টিসারকোসিস) ১১৯
১০৩. প্রদর্শনীবাদ ৮৮
১০৪. প্রধান বিষণ্নতা পর্ব ১১১
১০৫. পূর্বের তথ্য ও অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া ৩১
১০৬. পুরুষ লিঙ্গো শক্ত হওয়া ব্যাধি ১১১
১০৭. প্রস্রাব নিয়ন্ত্রন করতে না পারা ৮১
১০৮. প্রাথমিক অনিদ্রা ১৫৪
১০৯. প্রাথমিক হাইপারসোমনিয়াস ১৫২
১১০. পার্কিনসন রোগ/অবশভাব-কম্পন ১৩৯
১১১. পেটের খাবার থুতু দিয়ে বের করা আবার চিবানো ১৬৩
১১২. পেশী শক্ত হয়ে খিচুনি/বোধ কমে যাওয়া (ক্যাটালেপসি) ৪৫
১১৩. পেশী হঠাৎ করে স্থবির দুর্বল হয়ে যাওয়া (ক্যাটাপ্লেক্সি) ৪৫
১১৪. ফেনসাইক্লিডাইন বা ফেনসাইক্লিডাইন-এর মতো সম্পর্কিত ব্যাধি ১৪৩
১১৫. বই সংগ্রহের পাগলামি ৩৯
১১৬. বুদ্ধিগত দিক দিয়ে মাঝামাঝি কার্যকারীতা ৪১
১১৭. ব্যক্তি অসুস্থ অথচ কোন টেষ্টে রোগ ধরা না পড়া ২০৮
১১৮. ব্যক্তিত্ব ব্যাধি ১৪৩
১১৯. ব্যথা ব্যাধি ১৩২
১২০. বয়স্কদের একটি আচরণগত ব্যাধি ৬৩
১২১. ব্যাপক উন্নয়নমূলক ব্যাধি ছাড়া অন্য কিছু নয় ১৪৩
১২২. বর্তমান স্মৃতিশক্তির সমস্যা ১০৯
১২৩. বহু পদার্থের সেবন ব্যাধি ১৪৭
১২৪. বাকশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার রোগ (ডিসারথ্রিয়া) ৬৭
১২৫. বারবার সংল্পকালস্থায়ী বিষণ্নতা ১৬২
১২৬. বারবিচুরেট ওষুধ নির্ভরতা ৩৭
১২৭. বাস্তবতা এবং স্বপ্নের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া ১২৭
১২৮. বিকৃত যৌন জীবন-জড় পদার্থ ১৭৭
১২৯. বিচ্ছেদ উদ্বেগ ব্যাধি ১৭৫
১৩০. বিদ্রুপ আচরণ ১২৮
১৩১. বিপরীত লিঙ্গের পোশাকে পোশাক পরা ২০৬
১৩২. বিভ্রম ৯২
১৩৩. বিভ্রম (ইলিউশন) ১০২
১৩৪. বিভ্রান্ত হওয়া (অ্যামনেশিয়া) ২৯
১৩৫. বিভ্রান্তিকর ব্যাধি ৫৫
১৩৬. বিরতিহীন বিস্ফোরক ব্যাধি (ইন্টারমিটেন্ট এক্সপ্লোসিভ ডিসঅর্ডার) ১০৬
১৩৭. বিশাল বিভ্রম ৯৪
১৩৮. বিষণ্নতা (ডিপ্রেশন) ৫৭
১৩৯. বিষণ্নতা কিছুতেই যেতে চায় না দৈনন্দিন কাজে প্রভাব (ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন) ৪৯
১৪০. বিষণ্নতা সমস্যা (মূল) ১১১
১৪১. বেদনাদায়ক সহবাস ৬৩
১৪২. বেনজোডিয়াজেপাইন নির্ভরতা ৩৭
১৪৩. বেনজোডিয়াজেপাইন প্রত্যাহার (বেনজোডিয়াজেপাইন উইড্রয়াল) ৩৮
১৪৪. বেনজোডিয়াজেপাইনের অপব্যবহার (বেনজোডিয়াজেপাইনের মিসইউজ্ড) ৩৮
১৪৫. ভ্রান্ত বিশ্বাস (হ্যালুসিনেশন) ৯৫
১৪৬. ভ্রান্তবিশ্বাস ৫৬
১৪৭. ভ্রান্তিমূলক প্যারাসাইটোসিস ৮০
১৪৮. ভাগ করা সাইকোটিক ব্যাধি ১৭৮
১৪৯. ভিতরগত একটা ভয় রোগ (এ্যাগোরাফোবিয়া) ২৩
১৫০. মৃগী রোগ (এপিলেপ্সি) ৮১
১৫১. মদ নির্ভরতা ২৬

১৫২. মদ প্রত্যহার ২৮
১৫৩. মুদ্রা দোষ ২০২
১৫৪. মদের অপব্যবহার ২৬
১৫৫. মনস্তাত্ত্বিক এবং মোটরোলজিকাল ব্যাঘাত ৪৭
১৫৬. মনে করা অঙ্গ হারিয়েছে যাতে সে তার আত্মা হারিয়েছে ৫২
১৫৭. মনে করা যে কেউ তার প্রেমে পড়েছে ৮৫
১৫৮. ম্যানিক পর্ব ১১৩
১৫৯. মস্তিষ্কের কোষ মরে যাওয়া রোগ (আলঝেইমার ডিজিজ) ২৯
১৬০. মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এবং বিকাশ প্রভাবিত ১২০
১৬১. মানসিক অবস্থা সিজোফ্রেনিয়ার মত, কিন্তু ৬ মাসের কম ১৬৯
১৬২. মানসিক আবেগ উঠা নামা করে ৫২
১৬৩. মানসিক চাপ জনিত সমস্যা (তরুন) ১৭
১৬৪. মানসিক চাপে শরীরের যে প্রতিক্রিয়া ৯৩
১৬৫. মানসিক রোগে শরীরের বাহ্যিক অংশে যে প্রভাব পড়ে ১৩২
১৬৬. মানসিক রোগে শারীরিক লক্ষণ ১৮৯
১৬৭. মিশ্র পর্ব (মিক্সড এপিসোড) ১১৭
১৬৮. মেজাজ ব্যাধি (মুড ডিসঅর্ডার) ১১৭
১৬৯. যোগাযোগ ব্যাধি (কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার) ৫১
১৭০. রাতে খাওয়ার ব্যাধি ১২২
১৭১. লিঙ্গের মধ্যে অমিল খুজে পায় যার কারণে অস্বস্তির অনুভব ৯৩
১৭২. শক্তির অস্বাভাবিক অভাব ৩১
১৭৩. শব্দ ভীতি (মিসোফোনিয়া) ১১৫
১৭৪. শব্দের পুনরাবৃত্তি (ইকোলালিয়া) ৭৮
১৭৫. শরীরের বাইরে থেকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ ৫৭
১৭৬. শারিরীক নির্যাতন ১৪৪
১৭৭. শারীরিক লক্ষণের অসুখ ১৯৩
১৭৮. শেখার অসুবিধা (ডিসলেক্সিয়া) ৭০
১৭৯. শৈশবের প্রতিক্রিয়াশীল সংযুক্তি ব্যাধি ১৬১
১৮০. শোক ৩৮
১৮১. সংক্ষিপ্ত সাইকোটিক ব্যাধি ৪১
১৮২. স্টেরিওটাইপিক নড়াচড়ার ব্যাধি ১৯৫
১৮৩. স্মৃতি হারিয়ে ফেলা -একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ১১০
১৮৪. স্মৃতিভ্রংশ-সাম্প্রতিক পূর্বের ১৬৩
১৮৫. স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঘটনা ১৫৬
১৮৬. সমন্বয় সমস্যা (এডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার) ১৮
১৮৭. সম্পর্কগত সমস্যা ১৬২
১৮৮. সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরা ১২৩
১৮৯. সমাজে চলার অনুপযুক্ত মনে করা ২৮
১৯০. সাধারণ উদ্বেগ ব্যাধি ৯৪
১৯১. সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ ৩৩
১৯২. সামাজিক উদ্বেগ ব্যাধি ১৮৬
১৯৩. সামাজিক ভীতি ১৮৮
১৯৪. সিজয়েড ব্যক্তিত্বের ব্যাধি ১৬৫
১৯৫. সিজোটাইপাল ব্যক্তিত্বের ব্যাধি ১৬৯
১৯৬. সিজোফ্রেনিয়ায় বাড়তি অংশ ১৬২
১৯৭. সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত ১৬৩
১৯৮. হ্যালুসিনোজেন স্থায়ী উপলব্ধি ব্যাধি ৯৬
১৯৯. হ্যালুসিনোজেন-সম্পর্কিত ব্যাধি ৯৬
২০০. হান্টিংটন এর রোগ ৯৯

সূচিপত্র

মানসিক রোগের নাম	পৃষ্ঠা
1. Acute stress disorder	17
2. Adjustment disorder	18
3. Adolescent antisocial behavior	20
4. Adult antisocial behavior	21
5. Agoraphobia	23
6. Akathisia	24
7. Alcohol abuse	26
8. Alcohol dependence	26
9. Alcohol withdrawal	28
10. Alexithymia	28
11. Alice in wonderland syndrome	29
12. Alogia	29
13. Alzheimer's disease	29
14. Amnesia	29
15. Amnestic disorder	31
16. Amphetamine dependence	31
17. Anergia	31
18. Anorexia nervosa	32
19. Anosognosia	33
20. Anterograde amnesia	33
21. Antisocial personality disorder	33
22. Anxiety	34
23. Autotopagnosia	36
24. Avoidance	37
25. Barbiturate dependence	37
26. Benzodiazepine dependence	37
27. Benzodiazepine misuse	38
28. Benzodiazepine withdrawal	38
29. Bereavement	38
30. Bibliomania	39
31. Binge eating disorder	39
32. Bipolar disorder	39

33. Bipolar I disorder	40
34. Bipolar II disorder	40
35. Body dysmorphic disorder	40
36. Borderline intellectual functioning	41
37. Borderline personality disorder	41
38. Brief psychotic disorder	41
39. Bulimia	42
40. Caffeine-induced anxiety disorder	43
41. Caffeine-induced sleep disorder	43
42. Cannabis dependence	43
43. Capgras delusion	44
44. Catalepsy (Narcolepsy)	45
45. Cataplexy	45
46. Catatonia	47
47. Catatonic schizophrenia	47
48. Chorea	48
49. Circadian rhythm sleep disorder	48
50. Claustrophobia	49
51. Clinical Depression	49
52. Cocaine dependence	50
53. Cocaine intoxication	51
54. Cognitive disorder	51
55. Communication disorder	51
56. Conduct disorder	51
57. Cotard delusion	52
58. Cyclothymia	52
59. Delirium tremens	53
60. Delusional disorder	55
61. Delusions	56
62. Depersonalization disorder	57
63. Depression	57
64. Derealization	58
65. Dermatillomania	58
66. Desynchronosis	60
67. Developmental coordination disorder	61
68. Diogenes Syndrome	63
69. Dispareunia	63

70. Dissociative identity disorder	66
71. Diurnal variation	66
72. Dysarthria	67
73. Dyscalculia	70
74. Dyslexia	70
75. Dysmorphophobia	71
76. Dyspraxia	73
77. Dysthymia	73
78. Echolalia	78
79. Echopraxia	79
80. Ekbom's Syndrome (Delusional Parasitosis)	80
81. Encephalitis lethargica (Narcolepsy)	80
82. Encopresis	80
83. Enuresis not due to a general medical condition	81
84. Epilepsy	81
85. Erotomania	85
86. Exhibitionism	88
87. Factitious disorder	89
88. Fregoli delusion	92
89. Fugue state	92
90. Ganser syndrome	92
91. Gender dysphoria	93
92. General adaptation syndrome	93
93. Generalized anxiety disorder	94
94. Grandiose delusions	94
95. Hallucination	95
96. Hallucinogen persisting perception disorder	96
97. Hallucinogen-related disorder	96
98. Histrionic personality disorder	96
99. Huntington's disease	99
100. Hypochondriasis	99
101. Hysteria	100
102. Illusions	102
103. Impostor Syndrome	103
104. Insomnia	104
105. Intermittent explosive disorder	106
106. Kleptomania	108

107. Korsakoff's syndrome	109
108. Lacunar amnesia	110
109. Major depressive disorder	111
110. Major depressive episode	111
111. Male erectile disorder	111
112. Malingering	113
113. Manic episode	113
114. Mathematics disorder	114
115. Melancholia	114
116. Minor depressive disorder	115
117. Misophonia	115
118. Mixed episode	117
119. Mood disorder	117
120. Munchausen's syndrome	118
121. Narcissistic personality disorder	118
122. Narcolepsy	118
123. Neurocysticercosis	119
124. Neurodevelopmental disorder	120
125. Nicotine withdrawal	120
126. Night eating syndrome	122
127. Nightmare disorder	122
128. Obsessive Love (Disorder)	123
129. Obsessivecompulsive disorder (OCD)	124
130. Obsessivecompulsive personality disorder (OCPD)	125
131. Ondine's curse	127
132. Oneirophrenia	127
133. Opioid dependence	128
134. Opioid-related disorder	128
135. Oppositional defiant disorder (ODD)	128
136. Orthorexia (ON)	131
137. Pain disorder	132
138. Panic disorder	132
139. Paranoid personality disorder	134
140. Parasomnia	136
141. Parkinson's Disease	139
142. Partialism	141
143. Pathological gambling	142

144. Persecutory delusion	142
145. Personality disorder	143
146. Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS)	143
147. Phencyclidine (or phencyclidine-like)- related disorder	143
148. Phobic disorder	143
149. Phonological disorder	144
150. Physical abuse	144
151. Pica (disorder)	145
152. Polysubstancerelated disorder	147
153. Posttraumatic stress disorder (PTSD)	148
154. Premature ejaculation	149
155. Primary hypersomnia	152
156. Primary insomnia	154
157. Pseudologia fantastica	156
158. Psychogenic amnesia	156
159. Psychosis	157
160. Psychotic disorder	159
161. Pyromania	161
162. Reactive attachment disorder of infancy or early childhood	161
163. Recurrent brief depression	162
164. Relational disorder	162
165. Residual schizophrenia	162
166. Retrograde amnesia	163
167. Rumination syndrome	163
168. Schizoaffective disorder	163
169. Schizoid personality disorder	165
170. Schizophrenia	166
171. Schizophreniform disorder	169
172. Schizotypal personality disorder	169
173. Seasonal affective disorder	170
174. Sedative-, hypnotic-, or anxiolytic-related disorder	172
175. Selective mutism	175
176. Separation anxiety disorder	175
177. Sexual fetishism	177

178. Shared psychotic disorder	178
179. Sleep disorder	178
180. Sleep paralysis	180
181. Sleep terror disorder	182
182. Sleepwalking disorder	183
183. Social anxiety disorder	186
184. Social phobia	188
185. Somatization disorder	189
186. Somatoform disorder	193
187. Specific phobia	195
188. Stereotypic movement disorder	195
189. Stockholm Syndrome	195
190. Stuttering	196
191. Substance-related disorder	196
192. Suicidal ideation (Suicidal Thoughts)	196
193. Suicide	199
194. Tardive dyskinesia	200
195. Tic disorder	202
196. Tourettes Syndrome	203
197. Transient global amnesia	204
198. Transvestic disorder	206
199. Trichotillomania	206
200. Undifferentiated Somatoform Disorder (Somatic symptom disorder)	208

1. Acute stress disorder
একিউট স্ট্রেস ডিসঅর্ডার
(তরুন মানসিক চাপ জনিত সমস্যা)

একটি আঘাতজনিত ঘটনার সপ্তাহ পরে আপনি একিউট স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (ASD) নামে বা একটি উদ্বেগজনিত ব্যাধি বলতে পারেন। ASD সাধারণত একটি আঘাতমূলক ঘটনার এক মাসের মধ্যে ঘটে। এটি কমপক্ষে তিন দিন স্থায়ী হয় এবং এক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। ASD-তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD) এর মতো লক্ষণ দেখা যায়।

ধরুন আপনি কোন দুর্ঘটনা, সহিংসতা, দুর্যোগের শিকার হয়েছেন বা মর্মান্তিকভাবে প্রিয় কারো মৃতু দেখেছেন, এরকম কোন ধরনের ভীতিকর ও কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলে অনেকেই পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসডিতে আক্রান্ত হন।

নিজে কোনও কিছুর শিকার না হয়েও চোখের সামনে প্রিয় কেউ বা সম্পূর্ণ অজানা কারো প্রতি ভয়াবহ কিছু ঘটতে দেখলেও এতে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব।

এতে আক্রান্ত হলে যা ঘটে:

"একজন মানুষের ট্রমাটিক অভিজ্ঞতা নানা কারণে হতে পারে। যেমন পারিবারিক সহিংসতা, কারো মৃত্যুতে তীব্র মানসিক আঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, ধর্ষণ, সহিংস অপরাধ, দুর্ঘটনা এরকম নানা ভয়াবহ কিছু তার ক্ষেত্রে ঘটেছে বা সে ঘটতে দেখেছে"।

অভিজ্ঞতা, স্বচক্ষে দেখা বা এক বা একাধিক আঘাতমূলক ঘটনার মুখোমুখি হওয়া ASD হতে পারে। ঘটনাগুলি তীব্র ভয়, আতঙ্ক বা অসহায়ত্ব তৈরি করে। আঘাতমূলক ঘটনা যা ASD সৃষ্টি করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে:

- মৃত্যু
- নিজের বা অন্যদের মৃত্যুর হুমকি
- নিজেকে বা অন্যদের গুরুতর আঘাতের হুমকি
- নিজের বা অন্যের শারীরিক অখণ্ডতার জন্য হুমকি

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স অনুসারে, আনুমানিক ৬ থেকে ৩৩ শতাংশ লোক যারা একটি আঘাতমূলক ঘটনার তারা ASD অনুভব করে।

ASD এর লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

বিচ্ছিন্ন লক্ষণ:

আপনার যদি ASD থাকে তবে আপনার নিম্নলিখিত তিনটি বা তার বেশি বিচ্ছিন্ন লক্ষণ থাকবে:

- অসাড় বোধ করা, বিচ্ছিন্ন হওয়া বা মানসিকভাবে প্রতিক্রিয়াহীন হওয়া
- আপনার আশেপাশের একটি হ্রাস সচেতনতা
- derealization, যা ঘটে যখন আপনার পরিবেশ আপনার কাছে অদ্ভুত বা অবাস্তব বলে মনে হয়
- ব্যক্তিগতকরণ, যা ঘটে যখন আপনার চিন্তাভাবনা বা আবেগ বাস্তব বলে মনে হয় না বা মনে হয় না সেগুলি আপনার অন্তর্গত
- ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেসিয়া, যা ঘটে যখন আপনি আঘাতমূলক ঘটনার এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে করতে পারেন না

মর্মান্তিক ঘটনা পুনরায় অভিজ্ঞতা:

আপনার যদি ASD থাকে তবে আপনি ক্রমাগতভাবে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উপায়ে আঘাতমূলক ঘটনাটি পুনরায় অনুভব করবেন:

- পুনরাবৃত্ত চিত্র, চিন্তাভাবনা, দুঃস্বপ্ন, বিভ্রম, বা আঘাতমূলক ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক পর্ব থাকা
- মনে হচ্ছে আপনি আঘাতমূলক ঘটনাটি পুনরুদ্ধার করছেন
- যখন কিছু আপনাকে আঘাতমূলক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয় তখন মন খারাপ হয়

2. Adjustment disorder
এডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার (সমন্বয় সমস্যা)

এই সমস্যাটা হলো মানসিক আবেগ অথবা আচরনগত প্রতিক্রিয়া, যা কিনা ব্যক্তি জীবনে কোন চাপে পড়ে পরিবর্তন করতে হয়। যদি এটা তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলে তবে এটাকেও অস্বাস্থ্যকর হিসেবে দেখা হয়।

নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো সমন্বয় ব্যাধি রোগের নির্দেশক:

- জোর
- ক্রন্দিত
- দুঃখ অনুভব করছি
- আশাহীন বোধ
- অভিনন্দন অভিনয়
- impulsive আচরণ দেখাচ্ছে
- স্নায়বিক অভিনয়
- অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহার
- হার্টবিট skipped
- কম্পিত
- twitching

সমন্বয় ব্যাধি রোগের সবচেয়ে প্রচলিত কারণগুলো নিম্নরূপ:

- একটি প্রিয়জনের মৃত্যু
- বিবাহবিচ্ছেদ
- একটি সম্পর্ক সঙ্গে সমস্যা
- সাধারণ জীবন পরিবর্তন
- অসুস্থতা
- পছন্দ এক স্বাস্থ্য সমস্যা
- সমন্বয় ব্যাধি রোগের অন্যান্য কারণ

সমন্বয় ব্যাধি রোগের তুলনামূলক কম প্রচলিত কারণগুলো নিম্নরূপ:

- একটি ভিন্ন বাড়িতে যাওয়া
- একটি ভিন্ন শহরে যাওয়া
- অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়
- টাকা সম্পর্কে উদ্বেগ

সমন্বয় ব্যাধি রোগের ঝুঁকির কারণসমূহঃ

- ছোট বয়স
- মানসিক সমস্যা
- পরিবেশগত সমস্যা
- আত্মঘাতী আচরণ বৃদ্ধি
- কম ঘন ঘন পূর্ববর্তী মানসিক ইতিহাস
- চিকিত্সা সংক্ষিপ্ত খাটো

3. Adolescent antisocial behavior
এডোলেসেন্ট এন্টিসোস্যাল বিহেভিয়র
(কিশোরদের অসামাজিক আচরন)

মুলত কিশোরদের অসামাজিক আচরন বলতে বুঝায় উঠতি বয়সে যারা রাগী, আক্রমনাত্মক আচরণ এবং অসহিষ্ণু। মুখ খারাপ (বাজে গালি দেয়), বুলিং বা উৎপীড়ন করা (এক কথা বলে বলে রাগান্বিত করা), খারাপ চিন্তা-চেতনাসহ মিথ্যা বলা, লুকোচুরি করা (গোপনে গোপনে কাজ করা), অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করা এবং সম্পদ নষ্ট করাকে অসামাজিক কাজ হিসেবে ধরা হয় তবে তা বাচ্চা বয়স হতেও শুরু হতে পারে।

ব্যক্তি যখন বয়ঃসন্ধিকালে এবং তাদের কৈশোরে বাড়তে থাকে, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপগুলিও ঘটতে শুরু করে যেমন ড্রাগ এবং অ্যালকোহল অপব্যবহার, অরক্ষিত যৌনতা এবং চুরি। অসামাজিক আচরণ কয়েকটি ভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পেতে পারে। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, শিশুর মেজাজ এবং তাদের খিটখিটে মাত্রা অসামাজিক আচরণের সাথে সাথে অন্যান্য ডেভেলপমেন্টে সমস্যা যেমন মনোযোগ-ঘাটতি/হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD), বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং শেখার অক্ষমতা।

একটি কিশোর-কিশোরী যে পরিবেশগত কারণগুলির সংস্পর্শে এসে অসামাজিক আচরণ করতে পারেঃ

- মা-বাবা যারা মাদক ও অ্যালকোহলে আসক্ত।
- পিতামাতারা যারা নিজেরাই অসামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে।
- বিষণ্নতায় ভুগছেন অভিভাবকরা।
- বাবা-মা যারা একটি অস্থির গৃহ জীবন প্রদান করে।
- অনিয়মিত সম্পর্ক যা বাড়িতে এবং স্কুলে সমস্যাযুক্ত হয়ে ওঠে।
- অল্প বয়সে অর্থনৈতিক দুর্দশা মোকাবেলা করা।

44. Catalepsy (Narcolepsy)
ক্যাটালেপসি
(পেশী শক্ত হয়ে খিচুনি/বোধ কমে যাওয়া)

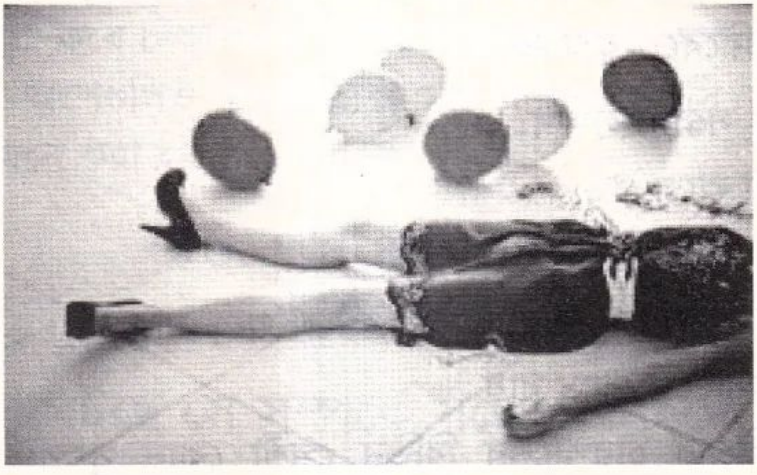

এটি এমন একটি ব্যাধি যেখানে পেশীগুলি শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যক্তির খিঁচুনি হয়। এদের চারপাশে যা ঘটছে তা বিবেচনা না করেই এক ধরণের মোহে থাকে এবং ব্যথা ততটা বুঝতে পারে না। খিঁচুনি, পারকিনসন্স ডিজিজ, পদার্থের অপব্যবহার এবং সিজোফ্রেনিয়া সহ ক্যাটালেপসির অনেক কারণ রয়েছে।

45. Cataplexy
ক্যাটাপ্লেক্সি
(পেশী হঠাৎ করে স্থবির দুর্বল হয়ে যাওয়া)

ক্যাটাপ্লেক্সি তখন ঘটে যখন আপনার পেশী হঠাৎ করে স্থবির হয়ে যায় বা সতর্কতা ছাড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে যায়। আপনি যখন বেশী আবেগ বা মানসিক অনুভূতি অনুভব করেন তখন আপনি ক্যাটপ্লেক্সি অনুভব করতে পারেন। এর মধ্যে কান্না, হাসি বা রাগ অনুভব করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আপনি হয়তো আপনার মুখের অভিব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন বা নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন।

কিন্তু এই অবস্থাটি আপনার জীবনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে যদি আপনি ভুল সময়ে হঠাৎ করে পেশী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলাকালীন, প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর সময় বা আপনি গাড়ি চালানোর সময়।

48. Chorea
কোরিয়া
(নর্তন রোগ)

কোরিয়া হল একটি অস্বাভাবিক অনৈচ্ছিক নড়াচড়ার ব্যাধি, যা ডিস্কিনেসিয়াস নামক স্নায়বিক ব্যাধিগুলির মধ্যে একটি, যা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের এমন অঞ্চলে নিউরোট্রান্সমিটার ডোপামিনের অতিরিক্ত সক্রিয়তার কারণে ঘটে।

কোরিয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণঃ

কোরিয়া বংশগত নিউরোডিজেনারেটিভ রোগের কারণে হতে পারে, মস্তিষ্কের জটিল কাঠামোর কাঠামোগত ক্ষতি হলে, অথবা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, বিপাকীয় বিপর্যয়, বা কিছু ওষুধ এবং হরমোনের কারণে হতে পারে।

49. Circadian rhythm sleep disorder
সার্কাডিয়ান রিদম স্লিপ ডিসঅর্ডার
(২৪-ঘন্টার চক্রাকারের নিত্য ঘুমের ব্যঘাত)

বেশিরভাগ মানুষ ২৪-ঘন্টার জৈবিক ঘড়িতে কাজ করে যা শারীরিক হরমোন উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক আলো এবং অন্ধকারের সাথে সমন্বয় করা হয়। এই ২৪-ঘন্টা চক্রগুলি সম্মিলিতভাবে সার্কাডিয়ান রিদম হিসাবে পরিচিত, এবং এর মধ্যে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে ঘুম চক্র।

সার্কাডিয়ান রিদম স্লিপ ডিসঅর্ডার - যা আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কাডিয়ান রিদম স্লিপ-ওয়েক ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত - শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ির সাথে গড়মিল বা অকার্যকরতা বা সমান্তরাল না হলে যে অবস্থা হয় সেটাই। এই ব্যাধিগুলির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হালকা জেট ল্যাগ (দীর্ঘসময় ফ্লাইটে ভ্রমন করার পরে একজন ব্যক্তির যেমন খুবই ক্লান্ত লাগা ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থা), সেইসাথে আরও ঘুম থেকে জাগতে দেরী হওয়া বা তাড়াতাড়ি জেগে উঠা ব্যাধি, অনিয়মিত ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া যা কোন ছন্দ ছাড়া সমস্যা এবং শিফটিং কাজের সমস্যা।

50. Claustrophobia
ক্লাস্ট্রোফোবিয়া
(আবদ্ধ স্থানের ভয়)

ক্লোস্ট্রোফোবিয়া (ঘেরা জায়গার ভয়) সীমাবদ্ধ স্থানের ভয় (ক্লোস্ট্রোফোবিযয়া) একটি ফোবিয়াতে পরিণত হয় যখন এটি কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে বা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মে আপনার কাজ করার মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে টানেল, লিফট, ট্রেন এবং বিমান।

51. Clinical Depression
ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন
(বিষণ্নতা কিছুতেই যেতে চায় না দৈনন্দিন কাজে প্রভাব)

ডিপ্রেশনঃ

মনখারাপ বলে যাকে অনেকেই এত দিন দূরে সরিয়ে রেখে এসেছেন। কিন্তু মনখারাপ আর ডিপ্রেশন কি এক? কোনও কারণে অনেকেরই দু'চার দিন মনখারাপ থাকতে পারে। তবে যদি দেখেন যে, সেই মনখারাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না, ক্রমশ তা গ্রাস করছে আপনার অস্তিত্বকে, তখনই কিন্তু সচেতন হতে হবে। মনখারাপ দু'-এক দিনে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু মনখারাপ যদি দু'সপ্তাহ বা তার বেশি স্থায়ী হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা ডিপ্রেশনের দিকে এগোচ্ছে। আর একটা দিকও দেখতে হবে, তিনি সব কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন কি না। সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, গান ভালবাসেন, কিন্তু এখন সেটা আর ভালো লাগছে না। বা কেউ হয়তো রান্না করতে, খেতে ভালবাসেন, সেটাও আর ভালো লাগছে না। এই দু'টি দিক বা এদের যে কোনও একটি লক্ষণ থাকলেই বুঝতে হবে, মনে ডিপ্রেশন বাসা বাঁধছে।

যখন স্ট্রেসের ফলে আপনি দুঃখিত বা চিন্তিত থাকেন তাকে বলা হয় Situational Depression । এটা কিন্তু কদিনের জন্য থাকে বা বেশি জোড় কয়েক সপ্তাহ থাকে। এর পর ঠিক হয়ে যায়।

কিন্তু যখন কোনও মন খারাপ বা দুঃখ কিছুতেই যেতে চায় না, এবং সেটি আপনার প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রভাব পড়ে। তখন সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় 'Clinical Depression' বা ' Major Depression'। ডিপ্রেশনের লক্ষণ কিন্তু বেশ অপ্রতিরোধ্য। অনেকেই এই পরিস্থিতিকে 'ব্ল্যাক হোল' হিসেবে চিহ্নিত করেন যার থেকে তারা কিছুতেই বেরোতে পারেন না। এই সময় কিছুই ভালো লাগে না। নিষ্প্রাণ লাগে, কোনও কাজ করতে ইচ্ছা করে না এবং খিদেও থাকে না। ক্লিনিকাল ডিপ্রেশন কিন্তু সিরিয়াস অসুখ যা ঠিক হতে কয়েক মাস বা বছরও লাগতে পারে। তাই এই ডিপ্রেশনের লক্ষণ জেনে রাখা ভালো।

52. Cocaine dependence
কোকেন ডিপেন্ডেন্স
(কোকেন নির্ভরতা)

কোকেন নির্ভরতা একটি স্নায়বিক ব্যাধি, যা কোকেন ব্যবহার বন্ধ করার পরে প্রত্যাহারের লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি প্রায়শই কোকেন আসক্তির সাথে মিলে যায় যা একটি বায়োসাইকোসোশাল ডিসঅর্ডার বলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি এবং প্রতিকূল পরিণতি সত্ত্বেও কোকেনের ক্রমাগত ব্যবহার হয়।

68. Diogenes Syndrome
ডায়োজেনিস সিনড্রোম
(বয়স্কদের একটি আচরণগত ব্যাধি)

ডায়োজেনিস সিনড্রোম (DS) হল বয়স্কদের একটি আচরণগত ব্যাধি। উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে চরম অস্বস্তিতে থাকা, অবহেলিত শারীরিক অবস্থা এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। এটি সে নিজে নিজেই বিচ্ছিন্নতা, কারো সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা এবং অস্বাভাবিক (অপ্রয়োজনীয়) বস্তু জমা করার প্রবণতা থাকে।

69. Dispareunia
ডিসপারেউনিয়া
(বেদনাদায়ক সহবাস)

বেদনাদায়ক মিলনের জন্য মেডিকেল শব্দটি হল ডিসপারেউনিয়া, যা সহবাসের ঠিক আগে, সময় বা পরে অবিরাম বা বারবার যৌনাঙ্গে ব্যথা অনুভব করাকে বুঝায়। আপনার যদি বেদনাদায়ক সহবাস হয় তবে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। এই সমস্যাটি দূর করতে বা কমাতে সাহায্য করতে পারবে।

কাঠামোগত সমস্যা থেকে শুরু করে মানসিক উদ্বেগের জন্য বেদনাদায়ক মিলন ঘটতে পারে। অনেক নারীর জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বেদনাদায়ক মিলন হয়।